দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 29 JUL 1995 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

জনমত

নতুন ভেটেরিনারি কলেজ অপ্রয়োজনীয়

সম্প্রতি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় সিলেট ভেটেরিনারি কলেজে সমন্বিত পশুপালন ও পশু চিকিৎসা কারিকুলামে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি (ডিগ্রীর নাম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েশন বিহীন) দেখে বিস্মিত হয়েছি। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পশু সম্পদের উপর দুইটি স্নাতক ডিগ্রী ডিভিএম এবং বিএসসি (এএইচ) প্রদান করা হয়। একটি পেশায় এই দুই ধরনের ডিগ্রী, নিয়োগ ও কর্মক্ষেত্রে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে তা আজ আর কারো অজানা নয়। এই সমস্যার সমাধানকল্পে উল্লিখিত দুটি ডিগ্রী একত্রীকরণের মাধ্যমে দেশোপযোগী একটি আন্তর্জাতিক মানের ডিগ্রীর (ডিভিএম এন্ড এএইচ/বিভিএসসি এন্ড এএইচ) জন্য অনেকবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহলের কারসাজিতে তা প্রতিবারই ধামাচাপা পড়েছে। এখন একদিকের সমস্যা জিইয়ে রেখে সিলেটে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রীর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ফলে পশু সম্পদের উপর দুইটি অপূর্ণাঙ্গ ডিগ্রীর পাশাপাশি তৃতীয় একটি নাম ডিগ্রী চালু হলে অবস্থা কি দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়।

দেশের ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েটের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদে প্রায় ৮০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। বিসিএস লাইভস্টক ক্যাডারের নিয়োগ বন্ধ এবং অবসরজনিত কারণে পশু সম্পদ সেক্টরে আগামী দুই হাজার সালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শূন্যপদ সৃষ্টি হবে। এই সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় ৪০০ জন ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পাশ করে বের হবে। অর্থাৎ বিসিএস লাইভস্টক ক্যাডার চালু হলেই ৬০০-৭০০ জন ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েট চাকরির জন্য অপেক্ষমাণ থাকবে। নতুন পদ সৃষ্টি করা না হলে বহুসংখ্যক ভেটেরিনারিয়ান বেকার অবস্থায় থাকবে। সুতরাং সীমাবদ্ধ ভেটেরিনারি পেশায় সুষ্ঠু পরিকল্পনা-বিহীন কলেজ প্রতিষ্ঠায় দেশের কোটি কোটি টাকার অর্থের অপচয়ই শুধু হবে না বরং এতে আরো নতুন সমস্যারই সৃষ্টি হবে। শোনা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট নিয়োগ কর্তৃপক্ষ পশুপালন গ্রাজুয়েটদের পশু চিকিৎসার উপর সংক্ষিপ্ত কোর্সে (১ বছর) প্রশিক্ষণ দিয়ে পশু চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এক বছরের কোর্সের প্রশিক্ষণে যদি পশু চিকিৎসক তৈরি করা যায় তবে প্রস্তাবিত ভেটেরিনারি কলেজে ৫ বছরের কোর্সের কি কোন প্রয়োজন হবে? তাছাড়া পশুপালন গ্রাজুয়েট তৈরির প্রতিষ্ঠান চালু রেখে আন্তর্জাতিকভাবে অস্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু করে শুধু ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে কি খাটো করা হবে না? এরূপ প্রায় এক হাজার পশুপালন গ্রাজুয়েটকে ভেটেরিনারিয়ানে রূপান্তরিত করলে দেশে আর কোন নতুন ভেটেরিনারি কলেজ খোলার কি কোন প্রয়োজন আছে?

মোট কথা, বাংলাদেশে পশু সম্পদের উপর শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃষ্ট জটিলতার সুষ্ঠু মীমাংসা না করেই নতুন করে ভেটেরিনারি কলেজ খুললে পূর্বের জটিলতা বাড়বে বই কমবে না। তাই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

-ডঃ এম এ সামাদ
প্রফেসর অব মেডিসিন
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।